দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 NOV 1986
পৃষ্ঠা 3 কলাম 2

036

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এশিয়ায় দুরূহ

ব্যাংকক।--১৯৬০ সালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরী করার ব্যাপারে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলো কতটুকু এগিয়েছে?

২০ বছরেরও বেশি সময় পরে এসকাপ তার বার্ষিক আঞ্চলিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জরিপে বলেছে যে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অগ্রগতি সত্ত্বেও বহু দেশই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। এর সময় সীমা ছিল ১৯৮০ পর্যন্ত। ঐ সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশের পরিকল্পনানুযায়ী সাত বছর বা তারও বেশি সময়ের জন্য একটি সার্বজনীন বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা উচিত ছিল। কিন্তু কার্যতঃ এসকাপের মতে ১৯৯৫-এর আগে কোন কোন দেশ এ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না।

এ পরিকল্পনা পূর্ণ করার পথে দু'টো বড় বাধা রয়েছে। প্রথমটি হলো এ সব এলাকায় দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়তঃ সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত উৎস না থাকা।

শিশুর জন্মহার বৃদ্ধি এ সব দেশের পক্ষে এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর ব্যাপারে অত্যন্ত বড় বাধা। এবং এই অংক বা সংখ্যা দেখে অনুমান করা যায় যে, এই অঞ্চলে স্কুলগামী (৬-১১) বছরের ছাত্র সংখ্যা চীন বাদে ১৯৬০ সনে ১৩৩ মিলিয়ন থেকে ১৯৮২ সনে ২২৭ মিলিয়নে পৌঁছেছে। স্কুল লিষ্টিভুক্ত ছাত্রের শতকরা হার অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা ১৯৬০ সনে শতকরা ৪৯% থেকে ১৯৮২ সনে এক লাফে প্রায় শতকরা ৭১%-এ পৌঁছোয়।

এসকাপের বক্তব্য: তবুও যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না তাদের সংখ্যা অনেক বেশি।

১৯৮২ সনে এদের সংখ্যা ৬৭ মিলিয়ন। অথচ ১৯৬০ সনে ছিল ৬৮ মিলিয়ন। এসকাপের জরিপানুযায়ী ১৯৮৫ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী বয়সের যে সব ছাত্র স্কুলে যেতে পারেনি তাদের সংখ্যা হবে প্রায় ৬০ মিলিয়ন। এর অর্থ এখানে ব্যাপক কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। যা এই এলাকার সামাজিক উন্নয়নের পক্ষে হুমকিস্বরূপ।

এই পরিস্থিতিতে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটো সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি হলো তালিকাভুক্ত মেয়েদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। দক্ষিণ এশিয়ায় এর চেয়ে বড় সত্য ঘটনা আর কোথাও নেই।

এসকাপের মতে, এক মাত্র ব্যতিক্রম শ্রীলংকা যেখানে মূলতঃ এ ব্যাপারে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিন্তু বাকি জায়গাগুলো যেমন বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানে কোন রকম চলছে।

ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত ধরা যাক, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দ নিতান্ত কম বলে শতকরা ৭২ ভাগ স্কুলে পাঠাগারের ব্যবস্থা নেই এবং শতকরা ৪২ ভাগেরও বেশি স্কুলে ব্লাক বোর্ড নেই। এখানে শতকরা ৩৫ ভাগ প্রাইমারী স্কুলে ৩।৪টি বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনার জন্য মাত্র ১ জন শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন।

গ্রামাঞ্চলে শতকরা মাত্র ৪৪ ভাগ শিক্ষার জন্য ব্যয় হয় সেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগ বাস করে।

এছাড়া আরও একটি সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তা হলো প্রথম দু'বছরের মধ্যে স্কুল ত্যাগ করা। এসকাপ দুঃখের সংগে উল্লেখ করেছে যে, এর জন্য আর্থিক সম্পদের যে অপচয় হচ্ছে তার ফলে এ সময়ের মধ্যে কোন মৌলিক দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে-না। স্কুল ত্যাগ করার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কিন্তু এর ফলে দরিদ্র পরিবারগুলিই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্তঃদেশীয় তুলনামূলক জরিপে দেখা গেছে যে এরকম স্কুল ত্যাগ করার হার, দরিদ্র দেশগুলিতেই বেশি। এর ফলে যেমন সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তেমনি এলাকার প্রাপ্ত বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূর করার অভিযান ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলে তালিকাভুক্তির নিম্নহার এবং প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত ছাত্রদের অবস্থানকাল বলে বয়স্কদের নিরক্ষরতা বেড়ে যাচ্ছে।

ইউনেস্কোর তথ্যানুযায়ী ১৯৮৫ সনে এই এলাকায় ১৫ থেকে ৬৪ বছরের নিরক্ষর পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা ছিল ৬১৮ মিলিয়নেরও বেশি। এবং ১৯৭০ ও ১৯৮৫ এর মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা ৮০ মিলিয়নেরও বেশি বেড়ে যায়। যদিও মোটামুটি শিক্ষিতের হার শতকরা ৫৩ ভাগ থেকে ৬৩ ভাগে বৃদ্ধি পায়।

এটা সবচেয়ে বেশি বাড়ে শ্রীলংকাসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্যদিকে মালয়েশিয়া বাদে আসিয়ান দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা কমেছে।

--ডেপথনিউজ বাংলাদেশ।